তারিখ 06 APR 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

খোলা বই, ছেঁড়া পাতা ব্ল্যাকবোর্ডে উত্তর লেখা

কে এম সবুজ, ঝালকাঠি ▷

কেউ বেঞ্চের ওপর গাইড বই খুলে লিখছেন, কেউ লিখছেন বইয়ের ছেঁড়া পাতা দেখে। আবার শূন্যস্থানগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিচ্ছেন শিক্ষক, আর তা দেখে পরীক্ষার্থীরা পূরণ করছেন খাতা। গতকাল মঙ্গলবার ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার আদাখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (বিএম) শাখার চূড়ান্ত পরীক্ষায় এভাবেই প্রকাশ্যে চলে নকলের মহোৎসব। এ সময় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসকক্ষে অলস সময় পার করেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে নকলে সহায়তার অভিযোগ উঠেছে।

ঝালকাঠিতে নকল স্টাইল

সূত্র জানায়, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা শুরু হয় সকাল ১০টায়। আদাখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের আটটি কক্ষে রাজাপুর ডিগ্রি কলেজ, রাজাপুর টেকনিক্যাল কলেজ, সাতুরিয়া ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম রেজাউল করিম টেকনিক্যাল কলেজ ও বড়ইয়া ডিগ্রি কলেজের ২৫৭ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। শুরুতেই বেশির ভাগ পরীক্ষার্থী গাইড বই খুলে নকল করা শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত উপজেলার 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের কর্মকর্তা আল-আমিন হোসেন। কিন্তু পরীক্ষার কেন্দ্রসচিব রেজাউল করিম ওই কর্মকর্তাকে তাঁর কক্ষে নিয়ে বসিয়ে রাখেন। ওই কক্ষে বসেই পরীক্ষার পুরো তিন ঘণ্টা সময় পার করেন আল-আমিন। নকলের মহোৎসবের খবর পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা আদাখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান। এ সময় ২ নম্বর কক্ষে গাউড বই বেঞ্চের ওপর উঠিয়ে পরীক্ষার খাতায় লিখতে দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের। কোনো কোনো পরীক্ষার্থী বইয়ের ছেঁড়া পাতা দেখে লেখেন। ওই কক্ষেই কিছুক্ষণ পর ব্ল্যাকবোর্ডে শূন্যস্থানগুলোর উত্তর লিখে দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। পরীক্ষার্থীরা তা দেখে লেখেন। এ সময় সাংবাদিকদের দেখে শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের সাবধান করে দেন। একটি ব্ল্যাকবোর্ডে শূন্যস্থানের উত্তর লেখার সময় ছবি তুললে শিক্ষক ওই কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। পরে অফিসকক্ষ থেকে কেন্দ্রসচিবকে সঙ্গে নিয়ে ফেরেন। কেন্দ্রসচিব এসে সাংবাদিকদের ওই ছবি পত্রিকায় না ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানান, নকলে সহায়তার জন্য পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে নেন কলেজের শিক্ষকরা। তাঁরাই কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নকল সরবরাহ করেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলে তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া হয়।

আদাখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রের কেন্দ্রসচিব রেজাউল করিম বলেন, 'আমরা পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করছি। যাদের কাছে নকল পাওয়া যায় তাদের বহিষ্কার করা হয়। আমার জানা মতে শিক্ষকরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। যদি কোনো শিক্ষক তাদের সহযোগিতা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল-আমিন হোসেন বলেন, 'আমি চেষ্টা করছি সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের। এখানে দুর্বল শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, বোঝেনই তো।'

রাজাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারহানা ইয়াসমিন লিজা বলেন, 'আমি এই পরীক্ষার দায়িত্বে নেই।' ইউএনও এ বি এম সাদিকুর রহমান বলেন, 'আমাদের কাছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'